ভোরের কাগজ
তারিখ ... FEB. 28 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রামের কলেজগুলো সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি

সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির পাশাপাশি চলছে ছাত্রলীগের উপদলীয় সংঘাত

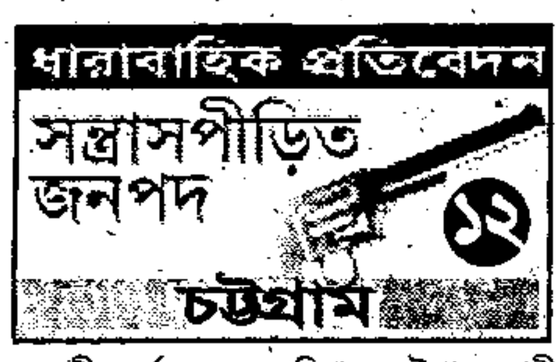

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
সন্ত্রাসপীড়িত জনপদ ১২
চট্টগ্রাম

জায়েদুল আহসান, চট্টগ্রাম থেকে ফিরে : চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ছাত্রলীগের ক্যাডার গ্রুপগুলো জড়িত। নগরীর বেশ কয়েকটি কলেজে এই গ্রুপগুলোর ঘাঁটি। সেখান থেকেই তারা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ নানান দুর্বৃত্তি পরিচালনা করে। তাদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দলের জের ধরেও সংঘটিত হয় নানান সময়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। পুলিশ ও চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের মধ্যে অন্তর্দলীয় টানাপড়েন মারাত্মক আকার ধারণ করে কয়েক বছর আগে। ছাত্রলীগের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দুটি কমিটি গঠন এবং দুটি কমিটির পক্ষে আওয়ামী লীগের দুজন প্রভাবশালী নেতার অবস্থান গ্রহণ ছাত্রলীগে সে সময় দ্বিমুখী ধারার প্রবর্তন ঘটায়। তৎকালীন চেম্বার সভাপতি ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আখতারুজ্জামান বাবু এবং চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্রলীগের দু'টি ধারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। আখতারুজ্জামান বাবুর পক্ষে ছাত্রলীগের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো আ জ ম নাসির এবং মহিউদ্দিনের পক্ষে ছিলেন হাসান মাহমুদ শমসের। বাবু গ্রুপ ও মহিউদ্দিন গ্রুপের সদস্যরা একের পর এক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে বিভিন্ন কলেজ ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলো। প্রথমে হাতাহাতি ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর তা রূপ নেয় বন্দুকযুদ্ধে। এমনকি প্রকাশ্য জনসভায় দু গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ারও নজির রয়েছে। অতি সম্প্রতি রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কারণে আখতারুজ্জামান বাবু ও মহিউদ্দিন চৌধুরীর মধ্যে সমঝোতা হলেও ছাত্রলীগের ক্যাডার গ্রুপে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং অখতারুজ্জামান বাবুর ডান হাত বলে পরিচিত আ জ ম নাসির এখন তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। নতুন করে শুরু হয়েছে উপদলীয় কোন্দল। চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ, সরকারি বাণিজ্য কলেজ, এমইএস কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ইসলামিয়া কলেজ ছাত্রলীগের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল এখন চরমে। ইতিমধ্যে বাণিজ্য কলেজে দু গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধও হয়েছে। কলেজ ছাত্রলীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাকর্মী ও ক্যাডার এখন বিতাড়িত।

জানা গেছে, আ জ ম নাসিরের সমর্থক এই বিতাড়িত ক্যাডাররা এখন আবারো বাণিজ্য কলেজে ঢুকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি নিচ্ছে।

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

চট্টগ্রামের কলেজগুলো সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধ এবং নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে আ জ ম নাসির বিরোধীদের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছে। অপরদিকে কলেজে অবস্থানকারীদের সহায়তা করে যাচ্ছে আখতারুজ্জামান বাবু গ্রুপের লোকজন। এদিকে এ দু' গ্রুপের বিরোধের প্রভাব এমইএস কলেজ ও সিটি কলেজে পড়েছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে সংঘটিত হয়েছে বন্দুকযুদ্ধ। আখতারুজ্জামান বাবু সমর্থিত ছেড়া আকবর গ্রুপ আ জ ম নাসির সমর্থিত তাহের গ্রুপ কলেজটিতে একক আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। বর্তমানে অবশ্য কলেজটি নিয়ন্ত্রণ করছে তাহের গ্রুপ। [illegible]

এমইএস কলেজটি যুবলীগ নেতা ও ক্যাডার গ্রুপের দলপতি মামুন গ্রুপের কর্তৃত্বে থাকলেও কলেজ ছাত্রলীগ ও ছাত্র সংসদের লোকদের মধ্যে কোন্দল চরমে উঠেছে। ছাত্রলীগের সভাপতি আজিম ও ছাত্র সংসদের ভিপি মহিমের সঙ্গে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক লাড়ু ও ছাত্র সংসদের জিএস বাবরের বিরোধ দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, তাদের এই বিরোধের মূলে রয়েছে মামুন গ্রুপের ক্যাডার সুনীল, দুলু, চন্দন, ইদ্রিস, অজিত, নাজমুল ও পিংকুর নানান অপকর্ম। এরা চোরাকারবারি সিন্ডিকেটের সদস্য। তাদের অবৈধ কার্যকলাপের হেডকোয়ার্টার হিসেবে কলেজটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ কারণে ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস শাহজাহানের নেতৃত্বে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হয়েছে। উভয়পক্ষ এখন সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে।

সিটি কলেজ এবং ইসলামিয়া কলেজেও উপদলীয় কোন্দল ছড়িয়ে পড়েছে। সিটি কলেজের ভিপি দিদারুল আলম মাসুমের সঙ্গে ক্যাডার গ্রুপ নেতা মশিউরের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। মশিউর মাসুমকে বিতাড়িত করার জন্য জোবায়ের, টিটু, শফি, আসলামসহ অনেক ক্যাডারকে নিজ দলে নিয়েছে।

চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন সূত্রের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছাত্রলীগের এই উপদলীয় কোন্দলের মূলে রয়েছে চাঁদাবাজির ভাগ-বাটোয়ারা। সূত্র জানায়, প্রতিটি কলেজ ও তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকার যে চাঁদা ওঠে তা একচ্ছত্রভাবে ভোগ করার প্রবণতা থেকেই বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ প্রায়ই সশস্ত্র সংঘর্ষে রূপ নেয়।